রলাঁ বার্তের তত্ত্ব, দর্শন এবং হেঁয়ালি - অথবা তাঁর জীবনী

অংকুর সাহা

১

১৯৮০ সালের মার্চ ২৬, ৬৪ বয়েসে মৃত্যু হয় ফ্রান্সের এই শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবীর। তিনি ছিলেন তাঁর অ্যাকাডেমির কর্মজীবনের শিখরে—কলেজ দ্য ফ্রান্সের সম্মানীয় অধ্যাপক। তাঁর বক্তৃতা শুনতে উপচে পড়ত প্রেক্ষাগৃহ—কেবল তাঁর ছাত্রছাত্রীরাই নয়, মফস্বল থেকে আসা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, মাননীয় অধ্যাপকবৃন্দ, দেশ-বিদেশের ট্যুরিস্ট ও অন্যান্য। তাঁর রচিত মন্তব্যের কলাম সংবাদপত্রে বহুপঠিত ও জনপ্রিয়। তাঁর রচিত "প্রেমবিষয়ক ছিন্ন বিচ্ছিন্ন নিবন্ধ" রূপান্তরিত হয়েছিল নাটকে এবং অভিনীত হচ্ছিল মঞ্চে।

যে মানুষটা দেশে বিদেশে এমন বিখ্যাত ও জনপ্রিয়, সেই মানুষটা আসলে কী? প্রশ্নটার উত্তর কিন্তু সহজ নয়। কোন কাজের কাজী তিনি, কোন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ? উত্তরগুলো একাধিক, বিচিত্র এবং পরস্পরবিরোধী। তবুও চেষ্টা করে দেখা যাক।

প্রথমতঃ বার্ত গঠনবাদ অথবা অবয়ববাদের বিশেষজ্ঞ অর্থাৎ স্ট্রাকচারালিস্ট, পৃথিবীর প্রধান গঠনবাদীদের অন্যতম। গঠনবাদ কাকে বলে? এটা এমন এক তত্ত্ব যাতে ক্রিয়ার থেকে গঠন বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। যে কোনও সাংস্কৃতিক ঘটনাকে তিনি বৈজ্ঞানিক এবং প্রণালীবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করেন। বার্ত গঠনবাদকে বর্ণনা করেছেন "সাহিত্যের বিজ্ঞান" বলে।

দ্বিতীয়তঃ অনেক ভাষাতাত্ত্বিকের মতে বার্ত গঠনবাদের অন্তর্গত বিজ্ঞানের চেয়ে আগ্রহী আনন্দবিলাসে অর্থাৎ গ্রন্থপাঠের আনন্দবিলাসে অর্থাৎ পাঠকের মেজাজমর্জি এবং স্বভাবপ্রকৃতি অনুযায়ী পাঠের আনন্দবিলাসে। অন্যভাবে বলতে গেলে বার্তের আগে সাহিত্য সমালোচনা ছিল লেখককেন্দ্রিক; লেখক কী বলতে পারেন অথবা বলতে চেয়েছেন, লেখক কী ভাবছেন—সেটাই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বার্ত পাঠককে নিয়ে এলেন সাহিত্য সমালোচনার কেন্দ্রে; তিনি এমন সাহিত্যের প্রচারে ও সমর্থনে মগ্ন হলেন, যাতে পাঠকের ভূমিকা সক্রিয়, এমনকি সৃষ্টিশীল।

তৃতীয়তঃ বার্ত ছিলেন আধুনিক ফরাসি আভঁ-গার্দ সাহিত্যের এক সক্রিয় প্রবক্তা। ১৯৫০ এর দশকে যখন আল্যাঁ রব-গ্রিয়ে (১৯২২-২০০৮) এবং "নুভো রোমঁ" ("নতুন উপন্যাস") এর অন্যান্য কর্মীদের রচনাগুলিকে যখন ফরাসি সমালোচকেরা পাঠের অযোগ্য ("না আছে চেনা যায় এমন প্লট, না রয়েছে কোনও হৃদয়গ্রাহী চরিত্র; কেবল এলোমেলো বর্ণনা অথবা চিন্তাস্রোত") বলে উড়িয়ে দিচ্ছিলেন, বার্ত তখন কেবলমাত্র তাদের সক্রিয় সমর্থন ও প্রশংসাই করেননি, রীতিমতো তাঁদের হয়ে লড়াই চালিয়েছেন।

চতুর্থতঃ তাঁর বেশির ভাগ প্রবন্ধ অথবা সাহিত্যতত্ত্বের রচনা কিন্তু আধুনিক সাহিত্যকে কেন্দ্র করে নয়, তাঁর আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হলেন ক্লাসিক ফরাসি লেখকেরা, জঁ বাতিস্ত রাসিন (১৬৩৯-১৬৯৯) এবং অনরে দ্য বালজাক (১৭৯৯-১৮৫০)। তাঁর গভীর ভালোবাসার বিষয় হল "শাতোব্রিয়ঁ (১৭৬৮-১৮৪৮) থেকে শুরু করে মার্সেল প্রস্ত (১৮৭১-১৯২২) পর্যন্ত ফরাসি সাহিত্য"; প্রুস্ত স্বভাবতই ছিলেন তাঁর পরমপ্রিয় লেখক। তিনি তাঁর জীবনের বিভিন্ন সময়ে ফিরে গেছেন ক্লাসিক ফরাসি সাহিত্যের আশ্রয়ে - নতুনভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন তাদের পাঠ ও আলোচনার।

শেষতঃ বার্তা একটি নতুন ও বিখ্যাত তত্ত্বের প্রবক্তা। যাকে তিনি বলেন "গ্রন্থকারের মৃত্যু"—তিনি সাহিত্যতত্ত্ব এবং সমালোচনা সাহিত্য থেকে নির্বাসনে পাঠাতে চেয়েছিলেন গ্রন্থকারকে। তাঁর তত্ত্ব অনুযায়ী আমরা লেখককে পড়ি না-পড়ি গ্রন্থের মূল ভাব অথবা ভাষ্যকে।

সাহিত্য জগতের প্রধান ব্যক্তিত্বদের একটা নিজস্ব আইডেনটিটি রয়েছে—তাঁদের সম্যক বর্ণনা দেওয়া যায় একটি অথবা কয়েকটি বিশেষণ, যেমন ঃ

কাম্যু-উপন্যাসিক, নাট্যকার;

সার্ত্র—দার্শনিক, উপন্যাসিক, নাট্যকার, প্রতিবাদী ব্যক্তিত্ব;

কিন্তু বার্ত কী তা সংক্ষেপে বলতেই লেগে যায় পাঁচ পাঁচটি অনুচ্ছেদ—

এখানেই তাত্ত্বিক হিসেবে তাঁর রহস্য; এখানেই লেখক হিসেবে তাঁর মহত্ত্ব।

২

বার্তের কর্মজীবনের যে দ্বন্দ্ব ও পরস্পরবিরোধিতা তার উৎসটি লুকিয়ে রয়েছে তাঁর পারিবারিক বৃক্ষের বিভিন্ন শাখা প্রশাখায়। তাঁর মাতামহ লুই গুস্তাভ বিংগার (১৮৫৫-১৯৩৬) এক স্বনামধন্য ব্যক্তি; তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন আফ্রিকায় অনেকগুলি সামরিক অভিযাত্রায়, বিশেষ করে নাইজার নদীর উৎস সন্ধানে; আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে তাঁর নামে বিংগারভিল বন্দর (বর্তমানে আইভরি কোস্ট দেশটির অংশ)। ১৮৮৯ সালে ৩১ মার্চ আইফেল টাওয়ারের শুভ সূচনা উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন তিনি—সেখানে নোয়েমি লেপেত নামে এক তরুণীর সঙ্গে পরিচয় এবং পরে বিবাহ। ১৮৯৩ সালে তাঁদের দ্বিতীয় সন্তান অঁরিয়েতের জন্ম - তিনি বার্তের মা। পরিবারটি পূর্ব ফ্রান্সের আলসাস অঞ্চলের, ধর্মে প্রটেস্টান্ট এবং রাজনীতিতে উপনিবেশবাদী। ১৯০০ সালে তাঁদের বিবাহ বিচ্ছেদের পর নোয়েমি আবার বিয়ে করবেন সমাজবাদী দলের নেতা লুই রেভেলাঁকে-তিনি শান্তিকামী এবং উপনিবেশবিরোধী। ইনি বার্তের স্নেহময়ী দিদিমা, যাঁর প্রভাবে ও ছত্রছায়ায় কেটেছে তার শৈশব।

লুই বার্তের জন্ম মারমঁদি শহরে ২৮ ফেব্রুআরি ১৮৮৩। বাবা লিয়ঁ জোজেফ বার্ত ছিলেন মফস্বলে রেলের ইনসপেকটার; মা বের্ত দে লপোলু সাধারণ গৃহবধূ। স্বামীর নিয়মিত বদলির চাকরিতে ঘুরতে হতো শহর থেকে শহরে। ইনি বার্তের ঠাকুমা - আকাশ

পাতাল তফাৎ ঠাকুমা আর দিদিমার মধ্যে—অনেকদিন পরে বার্ত লিখবেন—"একজন অপরূপা সুন্দরী, পারী শহরের অভিজাত বাসিন্দা। অন্যজন মফস্বলের ভালোমানুষ, স্বচ্ছল কিন্তু ধনী বলা যাবে না—যদিও তাঁর পূর্বপুরুষেরা ধনী ছিলেন।" নোয়েমির দিন কাটতো অভিজাত মানুষের বিলাসবহুল অভ্যর্থনা কক্ষে; বের্ত দিন কাটাতেন হেঁসেলে। বার্ত পরে স্মৃতিচারণ করেছেন—ঠাকুমা বানাতেন নানা রকমের আচার, জ্যাম-জেলি এবং পেসট্রি। পরিবারটি দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সের ধর্মভীরু, গোঁড়া ক্যাথলিক।

বালক লুই এর ছিল ক-অক্ষর গোমাংস এবং মাঝপথে ইস্কুলের পড়া ছেড়ে তিনি বাড়ি থেকে পালিয়ে যোগ দিলেন ফরাসি নৌবাহিনীতে। ট্রেনিং সমাপ্ত করে উনিশ বছর বয়সে 'আমিরাল কুরবে" যুদ্ধজাহাজে তাঁর কর্মজীবনের সূচনা। দশ বছর কাজ করার পরে তিনি লেফটেন্যান্টর পদে উন্নীত হন। কাজের সূত্রে তাঁকে বার বার অতলান্তিক মহাসাগর পেরিয়ে কানাডার কুইবেক প্রদেশে আসতে হত। ইতোমধ্যে অঁরিয়েতর দাদা ফিলিপ ভাগ্যান্বেষণে কানাডাতে এসেছেন। ১৯১৩ সালে বিশ বছর বয়েসি অঁরিয়েত দাদার কাছে বেড়াতে গেলেন কানাডায়; জাহাজে তাঁর সঙ্গে পরিচয় তিরিশ বছর বয়েসি লুই বার্তের' প্রথম দর্শনেই প্রেম এবং ফ্রান্সে ফিরেই বিবাহ। বিয়েতে নোয়েমির প্রবল আপত্তি-জামাতার না রয়েছে বংশমর্যাদা আর মাইনেপত্তরও তথৈবচ! পরের বছরই ইয়োরোপে বাধলো তুমুল যুদ্ধ; যুদ্ধ চলাকালীনই ১২ নভেম্বর ১৯১৫ রলাঁ জেরার বার্তের জন্ম। বাবা লুই তখন 'মঁতেন' নামক পেট্রোল বোটের নেতৃত্বে-টহল দিচ্ছেন উত্তর মহাসাগর। ২৭ অক্টোবর ১৯০৬, পাঁচটি জার্মান ডেস্ট্রয়ার সমবেতভাবে আক্রমণ করলো তাঁর নৌকাটিকে। বীরের মতন যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করলেন লুই। মরণোত্তর বীরত্বের পুরস্কার তাঁকে দিয়েছিল ফরাসি সরকার। শিশু রলাঁ যখন পিতৃহীন হলেন তখন তাঁর বয়েস এক বছর পূর্ণ হতে ১৫ দিন বাকী।

বার্তের পিতার পেট্রোল বোটের নামকরণ ষোড়শ শতাব্দীর ফরাসি দার্শনিক মিশেল দ্য মঁতেন (১৫৩৩-১৫৯২) এর নামে। মঁতেন আধুনিক প্রবন্ধ সাহিত্যের জনক। চার দশক পরে বার্তের গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু হবেন মঁতেন এবং হয়ে উঠবেন বিংশ শতাব্দীর মননশীল প্রবন্ধ সাহিত্যের এক মহীরুহ। কী অপরূপ এই সমাপতন?

৩

লুই-এর মৃত্যুর পরে বিধবা মেয়ে অঁরিয়েত শিশুপুত্রকে নিয়ে ফিরে গেলেন শ্বশুরবাড়িতে, দক্ষিণ ফ্রান্সের বেয়ন শহরে। শহরটি আদু এবং নিভে নদীর সঙ্গমস্থলে এবং পারী শহর থেকে পনেরো ঘন্টার ট্রেন দূরত্বে। তিনি নিজের মা নোয়েমির কাছে গেলেন না-মা-মেয়ের সম্পর্ক তখন সুখের ছিল না। বার্ত ও তাঁর মা একটি ছোটো বাড়ি ভাড়া নিলেন মারাক মহল্লায়— খুব কাছেই ঠাকুমা আর পিসি অ্যালিসের বাড়ি— সেখানেই তাঁর দিনের বেশিরভাগ সময় কাটতো। শৈশবের স্মৃতি থেকে তিনি পরবর্তী জীবনে মন্তব্য করবেন—বেয়ন শহরটি নড়াচড়া করে, অনবরত কথা বলে, শোঁকা যায় তার গায়ের গন্ধ।

পিসি অ্যালিস ছিলেন পিয়ানো শিক্ষিকা, তাঁর কাছে খুব অল্প বয়সেই তিনি পিয়ানো বাজাতে শেখেন—বেশি বয়সেও তিনি সময় পেলেই পিয়নো বাজাতেন।

তাঁর শৈশবের গভীরতম অনুভূতি ছিল এক দিগন্তজোড়া অনীহা আর বিতৃষ্ণা— সেই অনুভূতিও থেকে যাবে বাকী জীবন। অনেক বছর পরে তিনি একটি চিঠিতে লিখবেন, "As a child, I was often and intensely bored. Might boredom be my form of hysteria?" এখানে বলে রাখা ভালো যে "হিস্টিরিয়া" শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ "হুসটেরা" থেকে, যার অর্থ "জরায়ু"। এই শব্দটি তাঁর লেখায় আর বক্তৃতায় ফিরে ফিরে আসবে।

তিন নারীর শাসনে আর সোহাগে কাটবে তাঁর শৈশব। যে মাঠে তিনি বন্ধুদের সঙ্গে খেলতেন তার কাছেই চলছিল এক অট্টালিকার নির্মাণ—সেখানে কাজ করতো কুলি-কামিন-রাজমিস্ত্রিরা। একবার তিনি সেখানে এক গর্তে পড়ে যান পা পিছলে— বন্ধুরা তাকে ওপরে উঠতে সাহায্য করে না, বরং হাসাহাসি করে তাঁকে নিয়ে। মা খবর পেয়ে ছুটে এসে তাঁকে উদ্ধার করেন এবং কোলে করে বাড়ি নিয়ে যান।

১৯২৪ সালের জুন মাসে তাঁর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের লেখাপড়া সমাপ্ত হবার পরে মা ও সন্তান বেয়ন শহর ছাড়লেন। ওই একই সময়ে শহরে দুই বিখ্যাত লেখক জন দোস পাসোস (১৮৯৬-১৯৭০) এবং আর্নেস্ট হেমিংওয়ে (১৮১৯-১৯৬১)—পাম্পলোনায় ফিয়েস্তাতে যাওয়ার পথে। হেমিংওয়ের "আবার সূর্য ওঠে" উপন্যাসে রয়েছে বেয়ন শহরের বর্ণনা "Bayonne is a nice town. It is like a very clean Spanish town and it is on a big river. Already, so early in the morning, it was very hot on the bridge across the river. We worked out on the bridge and then took a walk through the town. We went into the street and took a look at the cathedral."

৪

১৯২৪ সালে পারী শহরে এসে বার্ত লিসে মঁতেন স্কুলে লেখাপড়া শুরু করলেন। স্কুলটি লুকসেমবুর্গ উদ্যানের পিছনে— দিনে চারবার তাঁকে যেতে হত এই পার্কের মধ্যে দিয়ে এবং সেটি হয়ে উঠলো তাঁর প্রিয় খেলার জায়গা। ছ'বছর এই স্কুলে লেখাপড়া করেছেন তিনি, মা-ছেলে বাস করেছেন কমদামী ফ্ল্যাটে, দুটিতে বেড়াতে গেছেন ঠাকুমা আর পিসির কাছে বেয়ন শহরে। সেখানে থাকাকালীন অঁরিয়েতের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা আন্দ্রে সাল জাদো নামে এক শিল্পীর সঙ্গে যার কাজ মূলতঃ চিনামাটি নিয়ে। ১৯২৭ সালে ৩৪ বছর বয়সে অঁরিয়েতে জন্ম দিলেন তাঁর দ্বিতীয় পুত্র মিশেল সালজাদের - বার্তের থেকে এক দশক বেশি ছোটো বৈপিত্রেয় ভাই এর। সদ্যোজাত শিশুকে নিয়ে তিনি প্যারি শহরের ফ্ল্যাটে ফিরে এলেন। আগেই বলেছি যে বার্তের দিদিমা নোয়েমি পুনর্বিবাহ করেন ১৯০০সালে। তাঁদের একটি পুত্র সন্তান ও জন্মে যিনি বার্তের সমবয়সি। ধীরে ধীরে মা ও মেয়ের মধ্যে কলহ জমে ওঠে। নোয়েমি বাস করতেন প্যারিসের অভিজাত এলাকায় বিলাসবহুল ফ্ল্যাটে, সেখানে গল্প করতে আসতেন বিখ্যাত মানুষেরা। মেয়ে অঁরিয়েত

থাকতেন সিকি মাইল দূরে নিম্ন-মধ্যবিত্তদের এলাকায় - মৃত সৈনিকের বিধবা হিসেবে তাঁর প্রাপ্য পেনশনে সংসার চলতো না বলে তিনি বই বাঁধাই এর চাকরি নিলেন। প্রথম দিকে মা-মেয়ের সম্পর্ক খুব খারাপ ছিল না, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রৌঢ়া মা এর ঈর্ষা বাড়তে লাগলো যুবতী ও সুন্দরী কন্যার প্রতি। অন্যদিকে নাতি রলাঁ লেখাপড়ায় চৌখশ, দ্রুতগতিতে ছাড়িয়ে যেতে লাগলেন দিদিমার দ্বিতীয় পক্ষের পুত্রকে এবং তার ফলে মা-মেয়ের মুখ দেখাদেখি বন্ধ। রলাঁকে ছেড়ে দিদিমার স্নেহ গিয়ে পড়লো তাঁর বৈপিত্রেয় ভাই মিশেলের ওপর। ওদিকে বেয়ন শহরে তাঁর ঠাকুমা ও পিসি অব্যাহত রাখলেন তাঁদের স্নেহ ও আশীর্বাদ, কিন্তু তাঁরা আবার অঁরিয়েতর ওপরে বীতরাগ প্রকাশ করলেন তাঁর দ্বিতীয়বার বিবাহের জন্যে। এই সব কারণ তাঁর পারিবারিক জীবনে ছিল সম্পর্কের জটিলতা এবং দারিদ্র্য (তিনি স্মৃতিচারণ করেছেন অল্পবয়সে মুদির দোকানে ধারে বাজার করার লজ্জার কথা), কিন্তু তাঁর ছাত্রজীবন হয়ে উঠল উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর। ১৯৩৩ সালের গ্রীষ্মে তিনি স্কুলের পাঠ শেষ করলেন নানান পুরস্কার ও জলপানি সমেত। ওই একই বছরে তিনি চেষ্টা করবেন একটি উপন্যাস লেখার এবং প্রেমে পড়বেন এলেন মানোরি নামে এক কিশোরীর সঙ্গে - দুটি ক্ষেত্রেও ভীষণভাবে ব্যর্থ হবেন তিনি। দেশের রাজনৈতিক জীবনেও ঝড়ের আশংকা - রাইন নদীর ওপারে জার্মানিতে ক্ষমতা দখল করেছে হিটলারের নাৎসি পার্টি।

১৯৩৪ সালের মে মাসে তিনি ফুসফুসের ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হলেন এবং ডাক্তারের নির্দেশে তাকে বেয়ন শহরে যেতে হল বিশ্রামের জন্যে। লেখাপড়ায় সাময়িক ছেদ পড়লেও বিছানায় শুয়ে শুয়ে তিনি চালিয়ে গেলেন তাঁর নিজস্ব পাঠ মূলত সাহিত্য এবং সাহিত্যের আলোচনা। দ্বিতীয় একটি উপন্যাসেরও আইডিয়া এলো মাথায়—যদিও সেটি লেখা হয়ে উঠলো না শেষ পর্যন্ত। এই অসুখের প্রকোপ তাঁর স্বাভাবিক জীবনযাপনকে প্রতিহত করবে পরবর্তী এক দশক। আপাতত তাঁকে স্বাস্থ্যের উদ্ধারে পাঠিয়ে দেওয়া হল পিরেনিস পাহাড়ের কোলে ছোট্ট একটি গ্রামে।

১৯৩৫ থেকে ১৯৩৯, এই চার বছর তিনি সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সাফল্যের সঙ্গে লেখাপড়া করলেন এবং ধ্রুপদী সাহিত্যের বি.এ. ডিগ্রি পেলেন। কিন্তু তার মধ্যেই যক্ষ্মারোগের আসা-যাওয়া, তাঁকে বার বার যেতে হয় স্যানাটোরিয়ামে, সময়মতো বসতে পারেন না বাধ্যতামূলক পরীক্ষায়। অসুস্থতার কারণে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেকেও তাঁর অব্যাহতি। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে সাহিত্যের শিক্ষকতা করবেন।

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ বাধলো। পরের মাসে তিনি অস্থায়ী শিক্ষকের চাকরি পেলেন বিয়ারিত্স নামে এক মফস্বল শহরে; শহরটি বেয়ন থেকে খুব দূরে নয় এবং তিনি নিয়মিত দেখা করতে পারবেন ঠাকুমা আর পিসির সঙ্গে। ঠাকুমার বয়েস তখন পঁচাশি, তাঁর মৃত্যু ঘটবে ১৯৪১ সালে। মা আর ভাইও গেল তাঁর সঙ্গে; মা নতুন চাকরি নিলেন বিয়ারিত্সের এক মিলিটারি হাসপাতালে। জায়গা বদল হলেও ক্ষয়রোগ তাঁর সঙ্গে রইলো। ১৯৪০ সালে যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয়ের পর তিনি ফিরে এলেন প্যারিসে - সেখানে

বছর খানেক শিক্ষকতা করার পরে অসুখ বাড়লো—১৯৪২ এর শুরুতে তিনি ভর্তি হলেন তুভে গ্রামের এক স্যানাটারিয়ামে। সেখানে রোগিরা সবাই ছাত্র অথবা শিক্ষক - খুব ভালো লেগে গেল জায়গাটা তাঁর। অনেকদিন পরে তিনি মন্তব্য করবেন—ক্ষয়রোগীদের সারা জীবন স্যানাটেরিয়ামে কাটানো উচিত। তুভের স্যানাটোরিয়াম প্রকাশিত পত্রিকায় তিনি লিখতে থাকেন নিয়মিত তাঁর গ্রিস ভ্রমণের কাহিনি, আন্দ্রে জিদ আর আলব্যের কাম্যুর রচিত গ্রন্থের পাঠপ্রতিক্রিয়া।

যুদ্ধের বছরগুলিতে তিনি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ ডিগ্রি করলেন এবং কলেজে সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্ব নিয়ে অধ্যাপনার লাইসেন্স পেলেন। যুদ্ধের পরে শুরু হল কর্মজীবন-ফ্রান্সে। রোমেনিয়া, মিশরে স্বল্পকালীন অধ্যাপনা। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল গ্রিক ট্র্যাজেডি— সেই এবং অন্যান্য বিষয়ে তিনি লিখতে লাগলেন মননশীল প্রবন্ধ।

১৯৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নাৎসি বিরোধী ফরাসি সংবাদপত্র "কমবা" (Combat)। তাঁর সমর্থক ও সম্পাদক আলব্যের কাম্যু। বার্ত সেখানে লিখতে লাগলেন বামপন্থী রাজনীতি ও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ। প্রেমে পড়লেন দুই যুবকের সঙ্গে— দুজনেই ক্ষয়রোগী— প্রথমে মিশেল দ্যলাক্রোয়া এবং তাঁর অকালমৃত্যুর পরে রবার্ট ডেভিড। ১৯৪০ এর দশক যখন শেষ হয়ে এলো, এই উত্তর তিরিশ যুবক তখনও ভবঘুরে।

৫

১৯৪০ এর দশকের দ্বিতীয় পর্বে বামপন্থী "কমবা" সাময়িকপত্রে মূলত আলব্যের কাম্যুর প্রণোদনায় বার্ত নানান বিষয়ে লিখতে লাগলেন নিয়মিত। তাঁর গভীর সাহিত্য আলোচনার প্রবন্ধগুলি নিয়ে ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হ'ল প্রথম গ্রন্থ "শূন্য ডিগ্রির সাহিত্য"; ১৯৬৭ সালে গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ করবেন অ্যানেট লেভার্স এব কলিন স্মিথ-লনডন থেকে প্রকাশিত হবে "Writing Degree Zero"। লেখকের নিজের মতে—সাহিত্যের সত্যিকারের ইতিহাস যে রকমটি হওয়া উচিত, তাঁর এই গ্রন্থটি সেই ইতিহাসের ভূমিকা মাত্র। বইটি প্রকাশের পরে বার্ত গেলেন হল্যান্ডে ছুটি কাটাতে, কিন্তু দিদিমা নোয়েমির মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তাঁকে ফিরে আসতে হল প্যারিসে। যদিও উত্তরাধিকার নিয়ে ঝক্কিঝামেলা চলবে দুবছর। তাঁর মা হাতে পাবেন প্যারিসের একটি ফ্ল্যাট এবং বড়ো মাপের নগদ টাকা— যাতে তাঁদের আর্থিক অবস্থার সুরাহা হবে। লেখকের মুখবন্ধের পরে বইটি দুই পর্বে বিভক্ত; প্রথম পর্বে চারটি ছোটো প্রবন্ধ-সেখানে তিনি "সাহিত্যকর্ম" অথবা "লেখার" মতবাদটিকে "শৈলী" অথবা "ভাষা"র থেকে খানিকটা আলাদা করে দেখতে চেয়েছেন। দ্বিতীয় পর্বের দীর্ঘতর প্রবন্ধগুলি আধুনিক সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছে। সমসাময়িক বাস্তববাদী, সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট লেখকদের বিপ্লবী ধ্যানধারণাগুলি যে তাঁদের সাহিত্যে প্রতিফলিত হচ্ছে না, তার প্রধান কারণ তাঁরা প্রথাগত সাহিত্যের রূপক ও অলংকারের নিগড় ভেঙে বেরিয়ে আসতে অক্ষম।

যদিও চল্লিশ ছুঁই ছুঁই অনামী লেখকের একটি প্রথম গ্রন্থ, সমালোচকেরা বিরূপ হলেন না বইটির প্রতি। মরিস নেদ্যু, যাঁকে তিনি বইটি উৎসর্গ করেছেন, তিনি ৮ পৃষ্ঠার একটি পাঠপ্রতিক্রিয়ায় জানালেন, "We must congratulate the author on what is a remarkable debut. It heralds an essayist who stands head and shoulders above his contemporaties." এমনকী জনপ্রিয় ল্য মঁদ সংবাদপত্রেও দমিনিক আরবাঁ স্বাগত জানালেন এই তরুণ লেখককে—"This little book has come exactly at the right time; infact it is astonishing that it has not appeared sooner."

যেসব লেখকেরা বর্ণহীন সাহিত্যের সৃষ্টি করেন, পূর্বনির্ধারিত কোনও ভাষার অথবা শৈলীর বন্ধনকে মানেন না, তাঁরাই বার্তের মতে প্রকৃত লেখক; অন্য লেখকেরা তাঁদের ভাবনায় বিপ্লবী, কিন্তু লিখতে গিয়ে প্রথাসিদ্ধ ভালোমানুষির ফাঁদে পড়েন। আলব্যের কাম্যুই হলেন একজন লেখক যিনি ভাষাকে তার নিজস্ব স্বচ্ছতা দিতে পারেন, বিশেষ করে ১৯৪২ সালে প্রকাশিত "অচেনা" উপন্যাসে তিনি ঘোষণা করলেন যে আধুনিক উপন্যাস বুর্জোয়াদের সৃষ্টি এবং মার্কসবাদী বিপ্লব ঘটলে ধ্বংস হবেন বুর্জোয়ারা এবং সেই সঙ্গে উপন্যাসের মৃত্যু।

১৯৬৭ সালে লন্ডনের জোনাথন কেপ প্রকাশনা বইটি ইংরেজি অনুবাদে প্রকাশ করেন, কিন্তু লাভার্স এবং স্মিথের অনুবাদপ্রণালী নিয়ে অনেক প্রশ্ন ওঠে। জাক এবেয়ার নামে এক ফরাসি সাংবাদিক (১৯৫৭-১৭৯৪) ফরাসি বিপ্লবের সমসময়ে "ল্য পের দুশে" ("বুড়ো দুশে") নামে এক চরমপন্থী সংবাদপত্র প্রকাশ করতেন এবং তাতে শত্রুদের অশ্লীল গালাগালি দেওয়া ছিল তাঁর নিয়মিত অভ্যেস। বার্ত একটি প্রবন্ধে লেখেন, "এবেয়ার তাঁর ল্য পের দুশেঁর কোনও সংখ্যাই শুরু করতেন না দুয়েক জনকে 'চুতমারানি' অথবা 'পোঁদমারানি' আখ্যা না দিয়ে।" মূল যে ফরাসি শব্দযুগল ব্যবহৃত হয়েছিল 'foutre' এবং 'bougre'—তাদের ইংরেজি করলে দাঁড়াবে "fucks" এবং "buggers"—কিন্তু ইংরেজি অনুবাদকেরা তাঁর অনুবাদ করলেন "যেখানে সেখানে কয়েকটি অশ্লীল শব্দ ছড়িয়ে দিয়ে।" এটা অন্যায় এবং ইংরেজি পাঠকের হতাশার কারণ, যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ বিশ্বের সাহিত্য পড়তে নির্ভর করেন ইংরেজি ভাষার ওপরে।

তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে অনেক সময়েই সহমত হওয়া মুশকিল, কিন্তু তাঁর প্রথম বইটিই আলোড়ন তোলে ফরাসি বুদ্ধিজীবী মহলে; দুর্বোধ্য এবং দুরূহ, কিন্তু সেই সঙ্গে গভীর চিন্তাভাবনার প্রকাশ। ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত মার্কিন সংস্করণের ভূমিকা লেখেন সুসন সনট্যাগ (১৯৩৩-২০০৪) যাতে পাঠকের সুবিধে হয় অনুদিত প্রবন্ধগুলির অনুধাবনে। গ্রন্থের সমাপ্তি বার্তের নিজস্ব ইউটোপিয় চিন্তাভাবনায়—Feeling permanently guilty about its own solitude it is none the less an imagination eagerly desiring a felicity of words, it hastens towards a dreamed of language whose freshness, by a kind of ideal anticipation,might portray the perfection of some Adamic world where language will no longer be alienated." তিনি ফিরে যেতে চান সাহিত্যের স্বর্গোদ্যানে আদম এর জগতে।

১৯৫৩ সালে মরিস নেদ্যু (১৯১১-২০১৩) প্রতিষ্ঠা করলেন "নতুন সাহিত্য" ("লে লেত্র নুভেল") নামে এক পাক্ষিকপত্রের সেখানে বার্তের লেখার নিয়মিত বিষয় "পপুলার কালচার" এবং তার সম্পর্কে নানান ভ্রান্ত ধারণা। আধুনিক "মিথ" ("Myth") কীভাবে গড়ে ওঠে সেই নিয়ে চিন্তাভাবনা করতেন বার্ত এবং সেখান থেকেই প্রতীক বিজ্ঞান অথবা সেমিওলজির জগতে তাঁর প্রথম পা রাখা। এই সাময়িকপত্রে প্রকাশিত নিবন্ধগুলির নির্বাচিত সংকলন "মিথোলজিস" ("Mythologies") নামে গ্রন্থাকারে বেরোয় ১৯৫৭ সালে। অ্যানেট লার্ভেস-এর অনুবাদে ইংরেজি সংস্করণ ১৯৭২ সালে। ৫৩টি ছোটো ছোটো নিবন্ধ। সব মিলিয়ে ১৫০ পৃষ্ঠার গ্রন্থ। প্রথম দিকে ভালো সংখ্যায় বিক্রি হয়নি বইটি, ধীরে ধীরে তার জনপ্রিয়তা বাড়ে। এখনও ষাট বছর পরে গ্রন্থটির সংস্করণের পর সংস্করণ প্রকাশিত হয়ে চলে, পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় তার অনুবাদ ঘটে। গ্রন্থটি কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় এক গঠনবাদী 'মিথ'।

যদিও বার্ত ইংরেজি ভাষায় দক্ষ ছিলেন না, তিনি আমেরিকার ভারমন্ট রাজ্যের মিডলটন কলেজে অস্থায়ী অধ্যাপকের চাকরি নেন। সেই গ্রীষ্মে তাঁর সঙ্গে পরিচয় মার্কিন কবি রিচার্ড হাওয়ার্ডের (১৯২৯), যিনি ভবিষ্যতে বার্তের রচনার প্রধান ইংরেজি অনুবাদক হবেন। "মিথোলজিস" গ্রন্থের সাম্প্রতিকতম ইংরেজি অনুবাদটি যৌথভাবে করেছেন হাওয়ার্ড এবং অ্যানেট লেভার্স, প্রকাশ ২০১২ সাল।

গ্রন্থটি দুই পর্বে বিভক্ত ঃ প্রথম পর্বের নাম "মিথোলজিস"-আধুনিক মিথের ওপরে এক গুচ্ছ নির্বাচিত প্রবন্ধ; দ্বিতীয় পর্বের নাম "আজকের মিথ"—তাতে বিষয়টি নিয়ে তাত্ত্বিক এবং রাজনৈতিক আলোচনা।

একটি প্রবন্ধে বার্ত আলোচনা করেছেন পেশাদারী কুস্তির মিথ নিয়ে। তিনি বর্ণনা করেছেন মুষ্টিযুদ্ধ এবং পেশাদারী কুস্তির পার্থক্য। মুষ্টিযুদ্ধ একটি ক্রীড়া সেখানে প্রতিযোগীরা তাঁদের ক্ষমতা, প্রতিভা এবং দক্ষতা অনুযায়ী যেতেন অথবা হারেন। কিন্তু পেশাদারী কুস্তিতে না পাওয়া যায় দক্ষতার পরিচয় এবং না পাওয়া যায় জয় পরাজয় নিয়ে উন্মাদনা। দর্শকরা সেখানে যান অতিনাটকীয় যাত্রাপালা দেখতে— শুভর সঙ্গে অশুভের লড়াই; একজন নায়ক, অন্যজন খলনায়ক;একজন ধার্মিক অন্যজন অধার্মিক; দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন। পেশাদারী কুস্তির প্রতিযোগীরা এক মুকাভিনয় অথবা ভাঁড়ামির অংশগ্রহণকারী চরিত্র— প্রত্যেকে এক একটি পরিবর্ধিত স্টেরিওটাইপ— সবকিছুর পিছনে রয়েছে দর্শক ঠকিয়ে অর্থ উপার্জন।

গ্রন্থটির একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান তার রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পটভূমি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলার পরে ফ্রান্সের মানুষ ১৯৫০ এর দশকে আবার সুখের মুখ দেখেছে; অর্থনীতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঘটেছে লোকজনদের জীবনযাত্রার উন্নতি। কিন্তু রাজনীতির জগতে সংকটের পর সংকট। প্রায় একদশক যুদ্ধের পর ১৯৫৪ সালে ফ্রান্সকে পালিয়ে আসতে হয়েছে ভিয়েতনাম ছেড়ে। উপনিবেশ বজায় রাখতে সামরিক শক্তি নিয়োগ

করতে হয়েছে আলজিরিয়ায়-সেখানেও ফ্রান্সের পরাজয় ঘটবে— আলজিরিয়া স্বাধীন হবে ১৯৬২ সালে। বাম থেকে দক্ষিণ, ফ্রান্সের সব রাজনৈতিক দলই তার পৃথিবীজোড়া সাম্রাজ্য বজায় রাখার পক্ষপাতী। কিন্তু বার্ত এবং ফ্রান্সের একদল তরুণ বুদ্ধিজীবী তখন থেকেই বিরামহীনভাবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী। গ্রন্থের একটি নিবন্ধের নাম "আফ্রিকার ব্যাকরণ"—সেখানে ফরাসি প্রেস কীভাবে প্রকাশ্যে ও পরোক্ষে তার সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক—সেই মুখোশ খুলে দেন লেখক।

আরও নানান বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেছেন সংক্ষেপে—গ্রেটা গার্বোর সুন্দর মুখ, চার্লি চ্যাপলিনের ছবি, সিট্রোন গাড়ি, আইনস্টাইনের মগজ, ইত্যাদি, ইত্যাদি। একটি নিবন্ধের বিষয় ফরাসি জীবনযাত্রায় লাল মদের (Red wine) প্রভাব-ধনী থেকে দরিদ্র, সবাই পছন্দ করে এই পানীয়। যদিও লাল মদ স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে, বিজ্ঞাপনে তাকে দেখানো হয় স্বাস্থ্যকর ও ক্লান্তি-অপনোদনকারী পানীয় হিসেবে। বিজ্ঞাপনের এমনই মহিমা যে শীতকালে লাল মদ মানুষকে উষ্ণতা দিতে সক্ষম; আবার গ্রীষ্মকালে একই লাল মদের সঙ্গে দেখা যায় ছায়াঘন শীতলতা ও প্রাণের আরাম। এই মদ বানানোর জন্যেই আলজিরিয়ার ভূমিজ মানুষদের জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে সেখানে সাম্রাজ্যবাদীরা করে থাকে আঙুরের চাষ; সাধারণ মানুষেরা সেখানে ভূমিহীন ক্ষেতমজুর। সাম্রাজ্যবাদ আর উপনিবেশবাদের তীব্র বিরোধিতা এই গ্রন্থের এক সম্পদ। ফ্রান্সের তৎকালীন দক্ষিণপন্থী রাজনীতি দিয়ে তিনি এই গল্পে যা আলোচনা করেছেন তার সঙ্গে মার্কিন দেশের ট্রাম্প বা টি পার্টির অনেকটা মিল তিনি উল্লেখ করেছেন জঁ-মারি লপেন (১৯২৮-)নামে একজন তরুণ নেতার ৬০বছর পেরিয়ে এই মহূর্তে তাঁর কন্যা মারিন (১৯৬৮-) অল্পের জন্য পরাজিত হয়েছেন ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে।

৭

১৯৬০ এর দশকে তিনি অবয়ববাদ এবং প্রতীকবিজ্ঞানের জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন নেতৃস্থানীয় তাত্ত্বিক হিসেবে, অধ্যাপনা করলেন ফ্রান্সের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে এবং রচনা করলেন সুদীর্ঘ সব সন্দর্ভ। কলহ বাধলো সাহিত্য সমালোচনার প্রথাসিদ্ধ অ্যাকাডেমিকদের দিক থেকে। সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং জাঁ রাসিন বিশেষজ্ঞ রেমোঁ পিকার (১৯১৭-১৯৭৫) বার্তকে আক্রমণ করে পুরো একটা বই লিখলেন, "নতুন সমালোচনা অথবা নতুন ভাঁওতা"—তাঁর মতে, "Barthes was the instrument of a criticism that operates by instinct." তিনি কপটবিজ্ঞানের নানান শব্দসমষ্টির ব্যবহারে বিভ্রান্ত করেন পাঠককে; জীববিদ্যা, মনোবিজ্ঞান অথবা দর্শনশাস্ত্রের প্রসঙ্গ এনে উপস্থাপিত করেন অপটু এবং উদ্ভট তত্ত্ব। পিকারের যুক্তিগুলো খন্ডন করে ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত হল বার্তের নতুন সন্দর্ভ "সমালোচনা এবং সত্য"; ১৯৮৭ সালে বইটির ইংরেজি অনুবাদ করলেন কাট্রিন পিলচার

কুনেমান "Criticism and Truth" নামে। তিনি প্রথাসিদ্ধ সাহিত্য সমালোচনাকে "বুর্জোয়া সমালোচনা" আখ্যা দিলেন এবং মার্কসবাদ ও অন্যান্য নতুন তত্ত্বের আলোকে অ্যাকাডেমিকদের উদ্বুদ্ধ করতে চাইলেন। "To write is not to enter into an easy relationship with an average of all possible readers, it is to enter into a different relationship with our own language."

এই গ্রন্থটি প্রকাশের পরে তাঁর খ্যাতি প্রসারিত হল দেশের বাইরেও। তিনি অধ্যাপনার সাদর আমন্ত্রণ পেলেন বিভিন্ন দেশ থেকে— গেলেন মরক্কো, জাপান এবং আমেরিকার জনস হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি অধ্যাপক হিসেবে। ১৯৬৭ সালে তাঁর কালজয়ী প্রবন্ধ "গ্রন্থকারের মৃত্যু" এর প্রকাশ— উত্তর-আধুনিক সাহিত্যতত্ত্বের এক প্রধান স্তম্ভ এই রচনা। যে কোনো গ্রন্থের আলোচনার সময়ে তার গ্রন্থকার সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক—তিনি সাদা অথবা কালো, পুরুষ অথবা নারী, ধার্মিক অথবা নাস্তিক— গ্রন্থের ভাষ্য রচনায় তাঁর কোনো অবদান থাকবে না। এই তত্ত্বের প্রবল বিরোধীর সংখ্যাও অনেক। শন বার্ক (১৯৬১-) একজন আইরিশ লেখক ও সাহিত্যতাত্ত্বিক, ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন; বার্তের এই প্রবন্ধের বিরোধিতায় তিনি একটি দুশো পাতার বই লিখেছিলেন ১৯৯২ সালে "গ্রন্থকারের মৃত্যু এবং প্রত্যাবর্তন"; সম্প্রতি সেই বইটির পরিবর্ধিত সংস্করণ বেরিয়েছে— 'The Death and Return of the Author-Criticism and Subjectivity in Barthes, Foucault and Derrida'—এডিনবরা ইউনিভার্সিটি প্রেস প্রকাশিত বইটি ৩১২ পৃষ্ঠার। এই বিতর্ক এখনই থামবে বলে মনে হয় না।

৮

১৯৬০ সালে বার্তের নবীন বান্ধব লেখক, সমালোচক ফিলিপ সোলার্স (১৯৩৬-) "তেল কেল" ("যেমন চলছে") নামে একটি নতুন আভাঁ গার্দ অতিবামপন্থী পত্রিকার সূচনা করলেন-সাহিত্যতত্ত্বের নানা দিক নিয়ে মার্কসবাদের আলোকে সেখানে আলোচনা' বার্তও যোগ দিলেন তাতে। ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির ঘনিষ্ঠ ছিল এই সাময়িকপত্র। বার্ত নীতিগতভাবে বামপন্থী কিন্তু কোনোদিন পার্টির সদস্যপদ নেননি। তবে বন্ধুর সম্পাদিত এই সাহিত্যপত্রের তিনি হলেন নিয়মিত লেখক।

ধ্রুপদী ফরাসি সাহিত্যিক অনরে দ্য বালজাক (১৭৯৯-১৮৫০) এর ১৮৩০ সালে প্রকাশিত একটি প্রায় অপরিচিত বড়গল্প অথবা নভেলার নাম "সারাসিন"-৩২ পৃষ্ঠার এই লেখাটি পরে সংকলিত হয়েছিল তাঁর "প্যারিসের জীবনযাত্রার গল্পমালা" গ্রন্থে। "তেল কেল" কাগজে বার্ত এই নভেলার নিবিড় পাঠ এবং তার গভীর গঠনবাদী বিশ্লেষণ নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন। ১৯৭০ সালে সেগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল "S/Z" নামে-অনেকের মতে এটি তাঁর গভীরতম এবং সবচেয়ে বিস্ময়কর গ্রন্থ—৩২ পৃষ্ঠার গল্পের ২৭১ পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনা-বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচির মতন।

বার্ত করেছেন বালজাকের গল্পটির যেন, নিবিড়তম পাঠ; শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে চালিয়েছেন তার গঠনবাদী বিশ্লেষণ এবং তার টুকরো টুকরো অংশের ভাষা, শৈলী, বাস্তবতা, দৃষ্টিভঙ্গী

ও ন্যারেটিভ নিয়ে আলোচনা। গ্রন্থটিকে রাখা হয় গঠনবাদ এবং উত্তর-গঠনবাদের সংযোগস্থলে। বার্তের বিশ্লেষণগুলি মূলতঃ সুইস ভাষাতত্ত্ববিদ ফার্দিনানন্দ দ্য স্যসুর (১৮৫৭-১৯১৩) এর গঠনবাদী ভাষাতত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত।

বার্ত পাঁচটি সাংকেতিক বার্তা অথবা কোড (Code) এর সাহায্য নিয়ে একটি সমন্বিত বিন্যাস অথবা নেটওয়ার্ক সৃষ্টি করেছেন যার সাহায্যে গড়ে উঠবে এক অর্থবহুল পরিসর (Meaningful space) যার মধ্যে দিয়ে বয়ে যাবে কাহিনির ভাষ্য ঃ

১। হারমেনিউটিক কোড-সংক্ষেপে HER, যার মধ্যে থাকবে পাঠ্যাংশের সমস্ত রকমের রহস্য এবং ধাঁধা-সেই ধাঁধার সমাধান হতেও পারে আবার না হতেও পারে। তার মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে হরেক রকমের বিলম্ব এবং বাধাবিঘ্ন; সব শেষে উন্মোচিত হবে পুরো সত্যি অথবা আংশিক সত্যি।

২। প্রোএয়ারেটিক কোড-সংক্ষেপে ACT, যা এগিয়ে নিয়ে চলে পাঠ্যাংশের বর্ণনার গতি—একসঙ্গে জড়ানো অনেকগুলি ঘটনাক্রমের মাধ্যমে। যদি কাহিনিতে থাকে যে একটা মানুষ ঘুমোচ্ছে, তার মানে পাঠক আশা করবেন যে সে জেগে উঠবে ভবিষ্যতে কোনো সময়।

এই প্রথম দুটো কোড অপরিবর্তনীয়-একবার কিছু ঘটে গেলে তাকে আর উল্টে দেওয়া অথবা ফেরত যাওয়া সম্ভব নয়।

৩। সেমানটিক কোড-সংক্ষেপে SEM, যার মধ্যে ভাষ্যের অনুরণন। একটা শব্দের যে আক্ষরিক অর্থ তাকে পেরিয়ে তার সঙ্গে নতুন কিছু ব্যঞ্জনা যুক্ত করা যেতে পারে। এই নতুন ব্যঞ্জনাগুলি হতে পারে অস্থির, আবছা এবং কাহিনির গতির সঙ্গে পরিবর্তনশীল। যদি কাহিনিতে উল্লেখ থাকে ককটেল পার্টি, অথবা বিশাল প্রাসাদ অথবা ফাউবুর্গের (যার অর্থ বর্ধিষ্ণু শহরতলি), তাহলে বোঝা যাবে যে মানুষটির কথা বলা হচ্ছে তিনি অমিত বিত্তশালী।

৪। সিমবলিক কোড-সংক্ষেপে SYM —যার মধ্যে অর্থগুলির উল্লেখ থাকবে সরাসরি নয়, কিন্তু প্রতীকের মাধ্যমে-কারণটা হতে পারে অর্থনৈতিক, যৌনতা-প্রসূত অথবা আলংকারিক। যেমন সারাসিনের কাহিনিতে রয়েছে মুষ্কছেদনের জন্যে পৌরুষহীনতার অথবা ধনীর নানান অভব্য বিলাসের প্রসঙ্গ।

৫। সাংস্কৃতিক কোড-সক্ষেপে REF, যার মধ্যে রয়েছে বৈজ্ঞানিক অথবা বৌদ্ধিক প্রসঙ্গ-পার্টিতে গিয়ে খানাপিনা, আনন্দবিলাসের মধ্যেও বেশিরভাগ পুরুষমানুষ দিবাস্বপ্নে মেতে ওঠেন-তার পিছনে মনোবিজ্ঞানের কোনো ব্যাখ্যা থাকতে পারে কি না।

এইভাবে পাঁচ পাঁচটি সাংকেতিক বার্তার সাহায্যে নিয়ে বার্ত পাঠককে পথ দেখান বালজাকের ঊনবিংশ শতাব্দীর উচ্চবিত্ত সমাজের রহস্য ও লালসার আখ্যানের মধ্যে দিয়ে। বার্তের মতে এই বার্তাগুলি দিয়ে গাঁথা যেতে পারে বিভিন্ন কণ্ঠস্বরের এক অনুপম মালা। "The grouping of codes, as they enter into the work, into the movement of the reading, constitute a braid (text, fabric, braid : the same thing); each

thread, each code is a voice; these braided-or braiding-voices from the writing."

৯

১৯৭০ এর দশকে বার্ত উত্তীর্ণ হলেন খ্যাতির শীর্ষে— পৃথিবীর জনপ্রিয়তম সাহিত্য-তাত্ত্বিক, দার্শনিক ও প্রাবন্ধিক হিসেবে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে আসতে লাগলো ভ্রমণ, বক্তৃতা ও অধ্যাপনার আমন্ত্রণ। ১৯৬৬ সালে তিনি প্রথমবার জাপান ভ্রমণে গিয়েছিলেন তোকিওর ফ্রাংকো-জাপানিজ ইনসটিটিউটের কর্ণধার মরিস পিনগুয়ে (১৯২১-১৯৯১) এর নিমন্ত্রণে। ১৯৭০ সালে সেখানে তৃতীয়বারের ভ্রমণ সমাপ্ত করে তিনি লিখলেন তাঁর জাপান-বিষয়ক গ্রন্থ "চিহ্নগুলির সাম্রাজ্য" (প্রকাশ ১৯৭০); ১৯৮৩ সালে গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ করতেন রিচার্ড হাওয়ার্ড "Empire of signs" নামে। জাপানের সংস্কৃতি, সমাজ, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর চিন্তাভাবনা প্রকাশ করেছেন চিহ্ন এবং প্রতীকের মাধ্যমে। তোকিওর কেন্দ্রস্থলে সম্রাট হিরোহিতের প্রাসাদ— 'It is not a great over bearing entity, but a silent and non-descript presence, avoided and unconsidered.'

১৯৭০ এর দশকে চিন দেশটি ছিল পশ্চিমের মানুষের কাছে নিষিদ্ধ ও রহস্যময়। চিনের কমিউনিস্ট পার্টির আমন্ত্রণে 'তেল কেল' পত্রিকা পাঁচজনের একটি প্রতিনিধিদল চিন দেশে পাঠায় ১৯৭৪ সালে-তাঁরা স্বচক্ষে দেখে আসবেন চিনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ২৫ বছর পরে সেখানকার মানুষের জীবনযাত্রা। বার্ত ছিলেন সেই প্রতিনিধিদলের সদস্য এবং এপ্রিল-মে মাসে চিন ভ্রমণের সময় তিনি দিনলিপি লিখেছিলেন তিনটি নোটবুকে। জীবিত থাকাকালীন তিনি সেগুলি প্রকাশ করেননি। তাঁর মৃত্যুর প্রায় তিন দশক পরে ২০০৯ সালে অধ্যাপিকা অ্যান হার্সবার্গ পিয়েরোর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় "চিন পরিক্রমা" নামে। ২০১২ সালে বইটির ইংরেজি অনুবাদ "Travels in China" প্রকাশিত হয় পলিটি প্রেস থেকে ব্রিটিশ প্রাবন্ধিক অ্যানড্রু ব্রাউন (১৯৫৮-) এর অনুবাদে। বার্ত তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রসবোধের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন চিনের। বেজিং বিমানবন্দরে পৌঁছে তাঁর মন্তব্য— 'Airport lounge; plain, austere leather chairs, Switzerland fifty years ago.' অথবা বালিকাদের বিপ্লবী ব্যালে নাচের অনুষ্ঠান দেখতে গিয়ে—'Oh dear, they have smiles like air hostesses.'

১৯৭৭ সালে বার্তের মা অঁরিয়েতের মৃত্যু হয় ৮৪ বছর বয়েসে—মা ও ছেলে প্যারিসের ফ্ল্যাটে এক সঙ্গে বাস করেছেন ষাট বছর। মায়ের মৃত্যুর পর বার্ত তাঁর শোকার্ত ভাবনাগুলি লিখে রাখেন টুকরো টুকরো কাগজে। দু বছরে এরকম ৩৩০টি কাগজে লেখা হয় তাঁর চিন্তাভাবনা। বেঁচে থাকলে তিনি ওই কাগজগুলি নিয়ে কি করতেন কে জানে? ২০০৯ সালে নাথালি লেহের (১৯৫০-) এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় "মাতৃশোকের দিনলিপি"। ২০১০ সালে রিচার্ড হাওয়ার্ড তার ইংরেজি অনুবাদ করেন "Mourning Diary" নাম দিয়ে (প্রকাশক-হিল অ্যানড ওয়াং)। সম্পাদকের মতে—"The reader is presented not with a book completed by its author, but the hypothesis of

a book desired by him."

ফেব্রুয়ারি ২৫, ১৯৮০-প্যারিসের এক ধোপার ট্রাকের ধাক্কায় তিনি জখম হন গুরুতরভাবে। মার্চ ২৬, হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু।

* * * * *

গত এক বছরের বেশি সময় আমি রঁলা বার্তে নিমজ্জিত—পড়েছি তাঁর লেখা এবং তাঁকে নিয়ে লেখা প্রবন্ধ ও বইপত্তর। তিনি দুর্বোধ্য, বিতর্কিত এবং অনেক সময় পরস্পরবিরোধী। কিন্তু আধুনিক সাহিত্যের এক গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক। তিনি সুখপাঠ্য নন এবং কোনোদিন আমার প্রিয় লেখক হবেন না। কিন্তু তাঁকে ছাড়া আধুনিক সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনা অসমাপ্ত থেকে যাবে। তাঁর রচনার সমালোচনা অথবা নিন্দা করা সম্ভব, কিন্তু তাঁকে অগ্রাহ্য অথবা অস্বীকার করা যাবে না।

ইংরেজি অনুবাদে রঁলা বার্তের গ্রন্থতালিকা ঃ

জীবৎকালে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ঃ

—*Elements of Semiology*, অনুবাদ ঃ অ্যানেট লাভের্স এবং কলিন স্মিথ; (লন্ডন, ১৯৬৭)

—*Writing Degree Zero*, অনুবাদ ঃ অ্যানেট লাভের্স এবং কলিন স্মিথ; (লন্ডন, ১৯৬৭)

—*Critical Essays*, অনুবাদ ঃ রিচার্ড হাওয়ার্ড (এভানস্টন, ইলিনয়, ১৯৭২)

—*S/Z*, অনুবাদ ঃ রিচার্ড মিলার (লন্ডন, ১৯৭৫

—*The Pleasure of Text*, অনুবাদ ঃ রিচার্ড হাওয়ার্ড (লন্ডন, ১৯৭৬)

—*Roland Barthes by Roland Barthes*, অনুবাদ ঃ রিচার্ড হাওয়ার্ড (লন্ডন, ১৯৭৭)

—*Sade, Fourier, Loyola*, অনুবাদ ঃ রিচার্ড মিলার (লন্ডন, ১৯৭৭)

—*Image, Music, Text*, অনুবাদ, স্টিফেন হিথ (গ্লাসগো, ১৯৭৭)

—*The Eiffel Tower, and other Mythologies*, অনুবাদ ঃ রিচার্ড হাওয়ার্ড (ন্যু ইয়র্ক, ১৯৭৯)

—*A Barthes Reader*, সম্পাদনা। সুসান সনটাগ (ন্যু ইয়র্ক, ১৯৮০)

মৃত্যুর পরে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ঃ

—*Empire of Signs*, অনুবাদ ঃ রিচার্ড হাওয়ার্ড (লন্ডন, ১৯৮৩)

—*Camera Lucida : Reflections on Photography*, অনুবাদ ঃ রিচার্ড হাওয়ার্ড (লন্ডন্, ১৯৮৪)

—*The Fashion System*, অনুবাদ ঃ ম্যাথিউ ওয়ার্ড এবং রিচার্ড হাওয়ার্ড (লন্ডন, ১৯৮৫)

—*The Grain of the Voice : interviews*, 1962-1980, অনুবাদ ঃ লিন্ডা কভারডেল (ন্যুইয়র্ক, ১৯৮৫)

—*The Responsibility of Forms : Critical Essays on Music, Art and Representation*, অনুবাদ ঃ রিচার্ড হাওয়ার্ড (অক্সফোর্ড, ১৯৮৫)

—*The Rustle of Language*, অনুবাদ ঃ রিচার্ড হাওয়ার্ড (অক্সফোর্ড, ১৯৮৬)

—*Michelet*, অনুবাদ ঃ রিচার্ড হাওয়ার্ড (অক্সফোর্ড, ১৯৮৭)

—*Criticism and Truth*, অনুবাদ ঃ ক্যাট্রিন পিলচার কুনেমান (লন্ডন, ১৯৮৭)

—*The Semiotic Challenge*, অনুবাদ ঃ রিচার্ড হাওয়ার্ড (অক্সফোর্ড, ১৯৮৭)

—*Writer Sollers*, অনুবাদ ঃ ফিলিপ থোডি (লন্ডন, ১৯৮৭)

—*A Lover's Discourse : Fragments*, অনুবাদ ঃ রিচার্ড হাওয়ার্ড (লন্ডন, ১৯৯০)

—*New Critical Essays*, অনুবাদ ঃ রিচার্ড হাওয়ার্ড (বার্কলে, ক্যালিফোর্নিয়া, ১৯৯০)

—*On Racine*, অনুবাদ ঃ রিচার্ড হাওয়ার্ড (বার্কলে, ক্যালিফোর্নিয়া, ১৯৯২)

—*Incidents*, অনুবাদ ঃ রিচার্ড হাওয়ার্ড (বার্কলে, ক্যালিফোর্নিয়া, ১৯৯২)

—*Mythologies*, অনুবাদ ঃ অ্যানেত লাভের্স (লনডন ১৯৯৩)

—*The Neutral : Lecture Courses at the College de France, 1977-78*, অনুবাদ ঃ রোসালিনড ক্রাউস এবং ডেনিস হলিয়ের (ন্যু ইয়র্ক, ২০০৫)

—*The Language of Fashion*, অনুবাদ ঃ অ্যান্ডি স্ট্যাফোর্ড (অক্সফোর্ড, ২০১৬)

—*What is Sport*, অনুবাদ ঃ রিচার্ড হাওয়ার্ড (লন্ডন, ২০০৭)

—*Mourning Diary : October 26, 1977-September, 15, 1979*, অনুবাদ ঃ রিচার্ড হাওয়ার্ড (লন্ডন্ , ২০০৯)

—The preparation of the Novel : Lecture Courses and seminars at the College de France (1978-1979 and 1979-1980), অনুবাদ ঃ কেট ব্রিগস (ন্যু ইয়র্ক, ২০১১)

—*Travels in China*, অনুবাদ ঃ অ্যানড্রু ব্রাউন (কেমব্রিজ, ২০১২)

—*How to Live Together*, অনুবাদ ঃ কেট ব্রিগস (ন্যু ইয়র্ক, ২০১৩)

* * * * *

রলাঁবার্তের জীবনী লিখতে যে গ্রন্থগুলির সাহায্য নিয়েছি তাদের তালিকা—

—*Roland Barthes, A Biography—Lounis-Jean Calvet*; অনুবাদ ঃ সারা ওয়াইকস; ইনডিয়ানা ইউনিভার্সিটি প্রেস; ১৯৯৪।

—*Roland Barthes by Roland Barthes*; অনুবাদ ঃ রিচার্ড হাওয়ার্ড

—*Roland Barthes—Jonathan Culler*; অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস; ন্যু ইয়র্ক; ১৯৮৩।

—*Critical Lives : Roland Barthes–Andy Stafford*; রিঅ্যাকসন বুকস; ২০১৫।

[ডিসেম্বর ২০, ২০১৫]